بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

1 APRIL 2022

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

কুরআনের নির্দেশ, ঐতিহাসিক সন্দর্ভ তথা আহমদিয়া জামাতের খলিফাগণের নির্দেশের আলোকে একথা কেবল প্রমাণই করে না, বরঞ্চ একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, মুর্তাদদের (ইসলাম ত্যাগী ব্যাক্তির) শাস্তি কখনই হত্যা নয়।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখের জুম'আর খুৎবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ - اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র যুগে যেসমস্ত বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল; তার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) **'সির্‌রুল খিলাফাহ্'** পুস্তিকায় বর্ণনা করেন যে, ইবনে খুলদুন তথা ইবনে কসীর লিখেছে, বনু তৈ, বনু আসদ তুলেহা, বনু গতফান, বনু-হবাজন, বনু সলীম নামক গোত্রগুলির সহিত সম্পূর্ণ আরব দেশের সাধারণ জনতা এবং বিশিষ্ট লোকেরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং নিজেদের যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সেই মূহুর্তে মুসলমানদের নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর মৃত্যুর পরে ও তারা সংখ্যালঘু হওয়ায় তথা শত্রুদের সংখ্যাধিক্য হওয়ার কারণে এরূপ পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল; যেমনটি বর্ষার রাত্রে ছাগল ভেড়াদের পরিস্থিতি হয়। অর্থাৎ ভয়ে তারা একত্রিত হয়ে যায়। লোকেরা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র নিকট নিবেদন পূর্বক বলে যে, এসময়ে হযরত উসামা (রাঃ)'র সেনাবাহিনীকে যেন তাঁর নিকট হতে দূরে না পাঠানো হয়। পরন্তু হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, যে সিদ্ধান্ত হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) স্বয়ং নিয়েছিলেন, আমি তা নিরস্ত করতে পারি না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন যে, আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ) বলেন; রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)এর মৃত্যুর পরে যদি আল্লাহ্ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মাধ্যমে আমাদের সহায় না থাকতেন; তাহলে এমন হওয়াটা অতি স্বাভাবিক ছিল যে, আমরা নষ্ট হয়ে যেতাম। হযরত আবুবকর (রাঃ) আমাদেরকে ঐক্যমত্ করে বলেন যে, আমরা যাকাত আদায়ের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধও করব তথা আল্লাহ্‌র এবাদত করতে থাকব; যতক্ষণ মৃত্যু আমাদেরকে আলিঙ্গন না করে।

সমগ্র আরববাসীর ইসলাম থেকে বিমুখতা তথা যাকাত দিতে অস্বীকার করার পরে হযরত আবুবকর (রাঃ), তাদের সকলের সহিত সংগ্রাম করতে থাকেন। ইতিহাস এবং জীবনী সংক্রান্ত পুস্তক এ সমস্ত লোকেদেরকে মুর্তাদ (ইসলাম থেকে সরে যাওয়া লোকেদের) নামক উপযুক্ত শব্দে ভূষিত করে। ফলতঃ জীবনী লেখকগণ তথা বিদ্বানদের এরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় যে, তারা মনে করে মুর্তাদ-দিগের শাস্তি হত্যা। যেখানে না তো কুরআন করীম আর না আঁহযরত (সাঃ) মুর্তাদ-দিগের শাস্তি হত্যা রূপে নির্দিষ্ট করেছেন। অথবা অন্য কোন শাস্তি নির্দ্ধারিত করেছেন। এ বিষয়ে কিছু কুরআনের আয়াত এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولٰٓئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ **(বাকারা ঃ ২১৮)**

অর্থাৎ ঃ এবং তোমাদের মধ্য হইতে যে কেহ নিজ দীন হইতে ফিরিয়া যাইবে এবং কাফের অবস্থায় মারা যাইবে সে যেন স্মরণ রাখে যে, ইহারাই এমন লোক যাহাদের আমলসমূহ ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থ হইবে। এবং ইহারা আগুনের অধিবাসী, তাহারা উহাতে দীর্ঘকাল থাকিবে।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

অর্থাৎ ঃ নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনে অতঃপর, অস্বীকার করে, পূনরায় ঈমান আনে, অতঃপর অস্বীকার করে এবং অস্বীকারে বাড়িয়া যায়, আল্লাহ্ কখনও তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না এবং তাহাদিগকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করিবেন না। (নিসা ঃ ১৩৮)

অতএব স্পষ্ট নকারাত্মক কথা এই যে উপরোক্ত আয়াতগুলি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়, মুর্তাদ-এর শাস্তি হত্যা নয়। আর একথা আমাদের লিট্রেচার গুলিতে ব্যাখ্যাও করা হয়ে থাকে।

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রহঃ) কুরআনের নিজ অনুবাদে বলেন যে, যদি কেউ মুর্তাদ হয়ে যায়, অতঃপর পূনরায় ঈমান আনে, আবারো মুর্তাদ হয়ে যায়, আবারো ঈমান আনয়ন করে, এমতাবস্থায় তার ফয়সালা আল্লাহ্র নিকটে। আর যদি সে অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা যায়; তাহলে অনিবার্যরূপে সে দোজখী হবে। যদি মুর্তাদ এর শাস্তি হত্যাই হত; তাহলে তার বারংবার ঈমান আনয়ন করা আর বারংবার অস্বীকার করার কোন প্রশ্নই থাকত না। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) ধর্মে জোর-জবরদস্তি'র অস্বীকার কারক এ আয়াত তুলে ধরেন।

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ **(বাকারা ঃ ২৫৭)**

অর্থাৎ ঃ ধর্মের ব্যাপারে কোন বল প্রয়োগ নাই। (কারণ) সৎপথ ও ভ্রান্তি উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে (পূণ্যের পথে বাধাদানকারী বিদ্রোহী শক্তিকে) অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনে সে নিশ্চয় এমন এক সুদৃঢ় হাতলকে মযবুত করিয়া ধরিয়াছে যাহা কখনও ভাঙ্গিবার নহে। এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

আবার কুরআন করীমের স্থানে স্থানে মুনাফিকদের বর্ণনাও উল্লেখ রয়েছে; তথা কোন মুনাফেক এর জন্য কোন প্রকারের শাস্তির প্রাবধান বর্ণিত হয়নি, যখন কিনা ইসলামী ইতিহাসে এমন প্রমাণ নেই যে, কোন মুনাফেক ব্যক্তিকে তার মুনাফেকিতা করার কারণে দণ্ডিত করা হয়েছে বা শাস্তি দেওয়া হয়েছে। মুনাফেকদের বর্ণনা করতে গিয়ে কুরআন করীম বলে ঃ

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

অর্থাৎ ঃ তুমি বল, তোমরা ইচ্ছা পূর্বক খরচ কর অথবা অনিচ্ছাপূর্বক, ইহা তোমাদের নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না। নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য জাতি। এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থ দান কবুল করিতে ইহা ছাড়া আর কিসে বাধা দেয় যে, তাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলকে অস্বীকার করে। এবং তাহারা কেবল শৈথিল্যের সাথে নামাযে উপস্থিত হয় এবং (আল্লাহ্র রাস্তায়) কেবল অনিচ্ছাকৃতভাবে খরচ করে। (তৌবা ঃ ৫৩-৫৪)

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, যে পবিত্র সত্তার ওপরে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছিল, তিনি ছিলেন كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ এর সত্যায়ণকারী। সেই মুবারক মহান ব্যক্তিত্ব মুর্তাদদের বিষয়ে যা কিছু বলেন; তা নিম্নরূপ ঃ

সহিহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন যে একজন

আরব ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকটে এসে ইসলাম কবুল করতে গিয়ে বয়আত করে, পরদিন সেই আরব ব্যক্তির জ্বর এসে যায়; সে আঁহযরত (সাঃ)এর নিকটে এসে বলতে থাকে; আমার বয়আত আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক, পূনরায় সে নবী করীম (সাঃ)এর নিকটে দুই বার আসে এমনকি তিনবারও আসে, কিন্তু আঁহযরত (সাঃ) তিনবারই তার কথায় অস্বীকৃতি জানায়। অতঃপর সেই আরব ব্যক্তি মদীনা থেকে চলে যায়। সেই ব্যক্তির আঁহযরত (সাঃ)এর নিকটে বারংবার আসা এবং ফিরে যাওয়া এটাই প্রমাণ করে যে; মুর্তাদ ব্যক্তির জন্য হত্যার শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল না; যদি এমনটি হত তাহলে আঁহযরত (সাঃ) ঐ ব্যক্তি যেহেতু বারংবার ফিরে ফিরে আসছিল, কেন তাকে বলে দেননি যে, ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি মৃত্যু, অতঃপর যদি তুমি ইসলাম থেকে ফিরে যেতে চাও তাহলে তোমাকে বধ করা হবে। অতএব সেই আরব ব্যক্তির ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া ব্যক্ত করা, বারংবার আঁহযরত (সাঃ)এর নিকটে আসা, এবং আঁহযরত (সাঃ) তাকে ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণাম স্বরূপ তাকে সাবধান না করা তথা সাহাবীদেরকে সেই ব্যক্তির হত্যার আদেশ না দেওয়া, পরিশেষে সেই ব্যক্তির কোনপ্রকার বাধা ছাড়াই মদীনা হতে চলে যাওয়া—— এ সমস্ত কিছু স্পষ্টভাবে প্রমাণ বহন করে এবং একথার সাক্ষী যে, ইসলামে মুর্তাদের জন্য শরীয়ত কোনপ্রকার শাস্তির নির্দেশ নির্দিষ্ট করে নি। অতঃপর সেই ব্যক্তির চলে যাওয়ার পশ্চাতে নবী করীম (সাঃ) একপ্রকারের প্রসন্নতা অভিব্যক্ত করে বলেন মদীনা এক ভট্টীর ন্যায়, যে নোংরা ময়লাকে পবিত্র সরোবর থেকে আলাদা করে দেয়, একথা স্পষ্ট করে দেয় যে-তিনি (সাঃ) এ নিয়মের বিরুদ্ধে ছিলেন যে কাউকে জোরপূর্বক ইসলামের মাঝে রাখা যাক।

দ্বিতীয় প্রমাণ এ কথায় পাওয়া যায়, যা সুলাহ্ হুদায়বিয়ার দ্বিতীয় শর্ত ছিল। এ শর্ত অনুযায়ী যদি মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মুর্তাদ হয়ে মুশরিকদের নিকটে চলে যায়, তাহলে মুশরিকরা তাকে ফিরিয়ে দেবে না। এ শর্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদি ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে ইসলামে মৃত্যুদণ্ড নির্দিষ্ট হত; তাহলে শরিয়তের শাস্তির ব্যাপারে তিনি (সাঃ) কখনই মুশরিকদের শর্ত স্বীকার করতেন না। এছাড়াও এমন কিছু ঘটনা দেখা যায়; যাতে করে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ)এর পবিত্র যুগে কিছু লোক দীন ইসলাম ত্যাগ করে বিমুখতা প্রকাশ করে কিন্তু কেবলমাত্র ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তাদের সহিত কোন প্রকারের দূর্ব্যবহার করা হয়নি। হ্যাঁ যতক্ষন পর্যন্ত তারা লড়াই অথবা বিদ্রোহের মত কোন খারাপ কাজ করতে উদ্যত না হয়েছে।

উল্লিখিত কুরআনী আয়াতসমূহ তথা আদেশ থেকে এটা তো প্রমাণ হয়ে যায় যে মুর্তাদ ব্যক্তির শাস্তি হত্যা নয়। এখন প্রশ্ন এসে যায়, যদি মুর্তাদ এর শাস্তি হত্যা নাই হয়; তাহলে হযরত আবুবকর (রাঃ) মুর্তাদদের হত্যার আদেশ কেন দিয়েছিলেন?

আসলে ঘটনা এরূপ হয়েছিল যে, হযরত আবুবকর (রাঃ)'র যুগে উল্লিখিত মুর্তাদ কেবল মুর্তাদই ছিল না; বরঞ্চ তারা ভয়ানক পরিকল্পনাকারী সেই বিদ্রোহী ছিল; যারা কেবলমাত্র মদীনায় আক্রমন করে মুসলমানদেরকে হত্যা করার ভয়ানক পরিকল্পনা করেছিল তাই নয়, বরং বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায় মুসলমানদেরকে ধরে ধরে অতি নির্দয়তার সহিত হত্যা করেছিল; যার কারণে সুরক্ষা তথা বদলার তাগিদে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থাপনার আওতায় তাদের সহিত যুদ্ধ করা হয়েছিল। وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (আশ্-শূরা ঃ ৪১) **"এবং (স্মরণ রাখিও যে) মন্দের প্রতিফল উহার অনুরূপ মন্দ"** এ অনুযায়ী তাদেরও সেইরূপ শাস্তি দিয়ে বধ করার আদেশ পারিত করা হয়েছিল; যেরূপ অত্যাচার তারা করেছিল।

আল্লামা তবরী লিখেন যে, যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বিভিন্ন আক্রমণকারী গোত্রদের পরাস্ত করেন; তখন বনু জুবয়ান তথা আবস নামক গোত্রদ্বয় মুসলমানদের ওপরে আক্রমণ

চালিয়েছিল; তথা সেখানে যে সমস্ত মুসলমানরা বসবাস করতেন, তাঁদেরকে সর্বপ্রকারের শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয়; অতঃপর এই সুযোগে অন্য জাতির লোকেরাও ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে হত্যা করে।

আল্লামা ঐনী যিনি সহী বুখারীর ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন যে; হযরত আবুবকর (রাঃ) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র এজন্যই যুদ্ধ করেছিলেন; কেননা তারা তরবারি দ্বারা যাকাত প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তথা মুসলিম উম্মতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন যে, তাদেরকে কেবলমাত্র এজন্যই মুর্তাদ বলা হয়েছিল; কেননা এই লোকেরা ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের দলে যোগ দিয়েছিল।

ঐতিহাসিক সন্দর্ভের সারাংশ এই যে; এরূপ মুর্তাদরা—শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ, শাসনের সম্পত্তি লুঠতরাজ, মুসলমানদের হত্যা তথা জীবন্ত জ্বালানো প্রভৃতির কারণে তারা শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় চলে এসেছিল। যেমনটি কুরআন করীম বর্ণনা করে ঃ

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ (মায়েদা ঃ ৩৪)

অর্থাৎ ঃ যাহারা আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টায় দৌড়িয়া বেড়ায়, তাহাদের কর্মের প্রতিফল ইহাই যে, তাহাদিগকে হত্যা করা হইবে বা ক্রুশবিদ্ধ করিয়া নিহত করা হইবে বা (তাহাদের শত্রুতামূলক কাজের জন্য) তাহাদের হাত পা বিপরীত দিক হইতে কাটিয়া ফেলা হইবে অথবা তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা হইবে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, শেষাংশ ইনসাল্লাহ্ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। পরিশেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুম আমেরিকা নিবাসী রিটায়ার্ড মুরুব্বী সিলসিলা মুকাররম বশীর শাদ সাহেব, সিয়ালকোট নিবাসী মুকাররম রাণা মুহম্মদ সিদ্দীক সাহেব, এবং ইসলামাবাদ নিবাসী মুকররম ডাঃ মহমুদ আহমদ খাজা সাহেবের ইমানোদ্দীপক উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর বর্ণনা করেন এবং নামাযে জুম'আর পর মরহুমীনদের জানাযা গায়েব পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

1 APRIL 2022

Prepared by

MANSURAL HAQUE

NAZIM ANSARULLAH
DISTRICT BIRBHUM, WEST BENGAL

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

DISTRIBUTED BY

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in